ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আসন্ন কপ-২১ প্যারিস সম্মেলনে

জলবায়ু অর্থায়নে শিল্পোন্নত দেশের প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং এ তহবিল ব্যবহারে বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট সকল দেশ কর্তৃক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে টিআইবি'র আহবান

১৫ অক্টোবর ২০১৫, টিআইবি কনফারেন্স রুম, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ সহ স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহে প্রতিনিয়ত ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, খরা ও তীব্র তাপমাত্রার প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশ বিশ্বের মোট গ্রিনহাউজ গ্যাসের মাত্র ১% নিঃসরণ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে অপূরণীয় (Irreversible) ক্ষতি হবে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত-সরকার প্যানেল (আইপিসিসি'র) ৫ম অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে এ শতকের শেষে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ১-৩ ফুট বেড়ে যাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করা হলেও সর্বশেষ ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ এবং স্পেস গবেষণা কর্তৃপক্ষ (নাসা)'র প্রতিবেদনে সর্বোচ্চ ১০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতা বাড়ার আশংকা করা হয়েছে[১] এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২১০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট ভূমির যথাক্রমে প্রায় ৮%, ১০% এবং ১৬% হারিয়ে যেতে পারে[২]। উপকূলীয় বন্যা, তীর ভাঙন এবং কৃষিতে বিপর্যয়ের প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ২.৭ কোটি সহ বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫ কোটি মানুষ পরিবেশ শরণার্থী হওয়ার আশংকা রয়েছে[3]।

এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও ঘোষণা, ইউএসএফসিসিসি কানকুন চুক্তি, বালি কর্ম পরিকল্পনা এবং রিও+২০ চুক্তির আওতায় বিশ্বের সকল দেশ বিশেষকরে শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি পালনের বিকল্প নেই। ২০১৫ এর ৩০ নভেম্বর থেকে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২১ (Conference of the Parties-COP) সম্মেলনে জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)'র অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লিখিত ''সাধারণ কিন্তু স্ব-স্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বশীলতা (Common But Differentiated Responsibility)" নীতির ভিত্তিতে প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখতে আইনী বাধ্যতামূলক দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করবে, এটাই বিশ্ববাসীর দাবি।

(১) শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবতা

- **বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সীমিত করা:** বৈশ্বিক তাপমাত্রা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধির পরিমাণ বন্ধ করতে শিল্পোন্নত দেশসমূহ ব্যাপকভাবে কার্বন নি:সরণ হ্রাসে সুনির্দিষ্প প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলো[4]। কিন্তু আসন্ন কপ-২১ সম্মেলন উপলক্ষে শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং রাশিয়ার মত দেশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের যে প্রস্তাব করেছে তাতে প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্য কোনোভাবেই অর্জন করা সম্ভব হবেনা। উল্লেখ্য, বিশ্বের ১০% কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী ৪৬টি দেশ এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদানে বিরত রয়েছে[৫]। তাছাড়াও শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের যে প্রস্তাব করেছে তা যে আইনী বাধ্যতামূলক হবে সে সংক্রান্ত কোন ধারা প্যারিস চুক্তির খসড়ায় উল্লেখ নেই।
- **উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত ''নতুন" এবং ''অতিরিক্ত" জলবায়ু তহবিল প্রদান:** কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিপূরণ হিসাবে অভিযোজন এবং প্রশমন বাবদ ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর উন্নয়ন

সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' হিসেবে ১০০ বিলিয়ন ডলার[৬] এবং পরবর্তীতে ২০৩০ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল প্রদানের কথা থাকলেও সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় তা নগণ্য৭। ২০১৪ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (ইউনেপ) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বিশ্বব্যাপী অভিযোজনের জন্য ২০২৫ সাল নাগাদ প্রতি বছরে কমপক্ষে ১৫০ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। ২০১৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এ শিল্পোন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির ৩৪ টি দেশ মাত্র ১০.২ বিলিয়ন ডলার প্রদানের ঘোষণা দিলেও জিসিএফ'র সর্বশেষ তথ্য মতে, প্রতিশ্রুত তহবিলের ৫০% প্রদান করেছে।

বাস্তবে, শিল্পোন্নত দেশগুলো (২০১০ সাল হতে ২০১৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিলের বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বমোট মাত্র ২.৬ বিলিয়ন ডলার (৭.৫% তহবিল) ছাড় করেছে[৮]। তাছাড়াও সম্প্রতি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১৯ বিলিয়ন ডলার[৯] এবং সর্বশেষ চীন কর্তৃক ৩.১ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি[১০] দিলেও জলবায়ু পরিবর্তনে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় তা সামান্য হওয়ায় বাংলাদেশের মত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেকাংশেই অসম্ভব হবে।

- **দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা:** শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও আসন্ন প্যারিস সম্মেলনে ২০২০ হতে ২০৩০ সন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অভিযোজন এবং প্রশমনের জন্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের পথনকশা (রোডম্যাপ) প্রণয়ণ এবং প্রতিশ্রুত তহবিল প্রাক্কলন, যাচাই এবং ব্যবস্থাপনায় প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জাতিক রিভিউ প্যানেল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই।

- **অপ্রাধান্য অভিযোজন তহবিল:** জলবায়ু অভিঘাতে আক্রান্ত দেশসমূহের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে অভিযোজন এবং প্রশমন বাবদ তহবিল প্রদান করা জরুরি। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে প্রশমনের চেয়ে অভিযোজন বাবদ তহবিল প্রদান করা অধিকতর প্রয়োজন। যদি কপ-২১ সম্মেলনে বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে সার্বজনীন কার্বন হ্রাসের চুক্তি না করা যায় তাহলে জলবায়ু অভিযোজনের জন্য শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিলের ঘাটতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এমনকি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য প্রতিষ্ঠিত অভিযোজন তহবিল এবং এলডিসিএফ বর্তমানে তহবিল শূণ্য হলেও প্যারিস চুক্তির খসড়ায় এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। উল্লেখ্য, অভিযোজন অগ্রাধিকার দিয়ে শুধুমাত্র অনুদান প্রদানকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এরকম আইনী বাধ্যতামূলক কোন বিধান প্যারিস চুক্তির খসড়ায় উল্লেখ করা হয়নি।

- **জলবায়ু অভিযোজন বাবদ ঋণ নয় অনুদান:** দুষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতির শিকার দেশগুলো শুধুমাত্র অনুদান পাওয়ার কথা। শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত জলবায়ু তহবিল শুধুমাত্র সরকারি উৎস হতে অনুদান হিসাবে দেওয়ার কথা থাকলেও দূর্ভাগ্যজনকভাবে কপ-২১ এর খসড়া চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬ এর প্যারা ৬(৪) এবং প্যারা ৬(৯)(ক) এ ঋণকেও অর্থায়নের উৎস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অগ্রহণযোগ্য। জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসা হিসাবে ব্যবহার করা অনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতির লংঘন।

(২) জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও এবং শুদ্ধাচার

- **উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু তহবিলের সংমিশ্রণ:** ফার্স্ট স্টার্ট তহবিলে 'নতুন' বা 'অতিরিক্ত' হিসেবে জাপান ১৫ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মাত্র ৩.৮ বিলিয়ন ডলার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' হিসেবে প্রদান করেছে[১১]। তাছাড়া, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অধিক তহবিলের প্রয়োজন হলেও শিল্পোন্নত অনেক দেশ জলবায়ু অর্থায়ন বরাদ্দের নামে উন্নয়ন সহায়তা কমানোর প্রবণতা[১২] দেখাচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

- **প্রশ্নবিদ্ধ ক্ষতিপূরণ-ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন:** ২০১৫ এর ৬-৭ সেপ্টেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শিল্পোন্নত দেশসমূহের সভায় ২০১৬ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন ডলার (জাতীয় আয়ের ১%) জলবায়ু অর্থায়নের কথা বলা হলেও[১৩] এটি স্পষ্ট নয় যে, প্রস্তাবিত এ তহবিল প্রকৃতই ক্ষতিপূরণ হিসাবে না ঋণ হিসাবে প্রদান করা হবে। এটি উদ্বেগের বিষয় যে, জিসিএফ হতে

অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসাবে ঋণ প্রদান এবং জিসিএফ'র অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকে (যেমন, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, কেএফডব্লিউ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জলবায়ু তহবিলের নামে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জিসিএফ হতে ঋণ গ্রহণে সুকৌশলে উদ্বুদ্ধ, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্য করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। বাস্তবে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অধিক তহবিল প্রয়োজন।

- **টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা এবং শুদ্ধাচার:** সম্প্রতি ২০১৫ এর ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৬-২০৩০ পর্যন্ত ''টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য"'র অংশ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সুস্পষ্ট লক্ষ্য-১৩ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যাপক কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হওয়ায় শিল্পোন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে এসব দেশ অধিকাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে অবস্থান করছে এমন দেশে (যেমন, বাংলাদেশের মাতারবাড়ি এবং সুন্দরবনের কাছে রামপালে) কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে। ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ওইসিডি ভুক্ত শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ করে জাপান, চীন, ভারত, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া শুধু কয়লাভিত্তিক শিল্পে প্রায় ৭৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং এর মধ্যে জাপানই প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে[১৪]। একদিকে শিল্পোন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহ ব্যাপকভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতির কথা বলছে, আর অন্যদিকে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করে তারা প্রশ্নবিদ্ধভাবে দ্বিমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে। দেশি-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সকল উদ্বেগকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে সুরক্ষা প্রদানকারী সুন্দরবনের কাছে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অনড় সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রকৃতপক্ষে কতখানি টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

- **সম্ভাব্য প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার:** কপ-২১ সম্মেলনের চুক্তির খসড়া দলিলের অনুচ্ছেদ ৩৫ এ স্থানীয়ভাবে অভিযোজন কর্মকৌশল, পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজন বিশেষকরে নারী ও আদিবাসীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিলে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহিতা, বাস্তবায়ন তদারকিতে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

(৩) বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতি

- **বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:** ২০১৫ এর সেপ্টেম্বরে ইউএনএফসিসিসিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত INDC প্রতিবেদন মতে, বাংলাদেশে অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য ২০১৫-২০৩০ সাল সময়ে সর্বমোট ৪০ বিলিয়ন ডলার (প্রতি বছর গড়ে ২.৫ বিলিয়ন ডলার) প্রয়োজন হলেও গত ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে ২০১৫-১৬ (আগষ্ট পর্যন্ত) মাত্র ১.০৭৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৬৪.২% তহবিল শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সরকারে জাতীয় বাজেট হতে প্রদত্ত তহবিলে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমেই আশংকাজনক হারে কমায় অভিযোজন বাবদ অর্থ বরাদ্দে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

  বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র হার কমে ২৬% এ দাঁড়ালেও আইপিসিসি'র ৫ম অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দারিদ্র হার ১৫% বেড়ে যেতে পারে[১৫]। অথচ টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দারিদ্র পীড়িত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) হতে প্রকল্প অনুমোদনে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি[১৬]। জলবায়ু পরিবর্তন

অভিযোজনের সাথে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকরভাবে সমন্বিত না করলে বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য পূরণ অসাধ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

- **জাতীয় জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সক্ষমতা:** বিসিসিটিএফ হতে গত ৬ বছরে অনুমোদিত ২৩৬ টি সরকারি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৮৬টির কার্যক্রম (৩৬%) সমাপ্ত হয়েছে[১৭], ৮৫টি প্রকল্প ২০০৯ সালের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এসব প্রকল্পের মাত্র ২০% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ ৭০-৮০ শতাংশ তহবিল উত্তোলন করা হয়েছে[১৮]। বিসিসিআরএফ এ বরাদ্দকৃত প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার সরকার ব্যবহার করতে পারছেনা বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট নয়।

- **সবুজ জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে সরকারের প্রস্তুতি:** টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২০১১ সাল হতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা সহ সুশাসন নিশ্চিতের ন্যায় অপরিহার্য বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যাপারে পর্যাপ্তভাবে উদ্যোগী না হওয়ায় ২০১৫ এর নভেম্বরে জিসিএফ ছাড়ের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ সরাসরি তহবিল প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। এর ফলে সরকারকে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা ব্যয় প্রদান করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা থাকবেনা। এ প্রেক্ষিতে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। জলবায়ু তহবিলের নামে জিসিএফ বা অন্যান্য উৎস হতে কোনো অবস্থাতেই ঋণ নয় শুধুমাত্র অনুদান প্রদানে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানাতে হবে।

(৪) আসন্ন কপ-২১ সম্মেলন এবং বাংলাদেশের দায়িত্ব

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং নিজস্ব উৎস হতে অর্থায়ন সহ বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউনেপ সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ''চ্যাম্পিয়নস অব দা আর্থ" পুরস্কার প্রদান করেছে। এর ফলে, আসন্ন কপ-২১ সম্মেলনে আইনী বাধ্যতামূলক বৈশ্বিক চুক্তি অর্জনের লক্ষে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের কোটি কোটি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব অনেকাংশেই বাংলাদেশের ওপর অর্পিত হয়েছে। কপ-২১ প্যারিস সম্মেলনে প্রস্তাবিত আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তিতে সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর মানবিক দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকৃত ক্ষতির মাত্রা আশংকার চেয়ে বেশি হতে পারে।

(৫) সুপারিশসমূহ

টিআইবি প্রত্যাশা করে সম্ভাব্য প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশসমূহ ব্যাপকভিত্তিক কার্বন নি:সরণে আইনী বাধ্যতায় একটি চুক্তি করবে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশসমূহের অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সহায়তার ''অতিরিক্ত" এবং ''নতুন" তহবিল প্রদানের বিষয়টি এ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তাই উক্ত সম্মেলনে জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে দক্ষতার সাথে নিম্নের দাবিসমূহ তুলে ধরার জন্য টিআইবি আহবান জানাচ্ছে-

(ক) বৈশ্বিক

১. বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় শিল্পোন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহ প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির গড় হার সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখতে আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

২. প্যারিস চুক্তিতে আইনী বাধ্যতার আওতায় 'দুষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ' নীতি মেনে কোনো অবস্থাতেই ঋণ নয়, উন্নয়ন সহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" শুধুমাত্র অনুদানকে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে;

৩. শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ২০১৬ হতে ২০৩০ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে দীর্ঘমেয়াদে যথার্থ এবং চাহিদা ভিত্তিক অর্থায়নের পথনকশা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন করা;

৪. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে দারিদ্র বিমোচনে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অব্যাহত রাখা এবং প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদানের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রদান ও তা বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্যারিস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা;

৫. জিসিএফ এবং অন্যান্য উৎস হতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে তহবিল প্রদানে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;

৬. জিসিএফ ও অন্যান্য উৎস হতে জলবায়ু তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহের কাঙ্খিত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্যারিস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা; এবং জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষ কর্তৃক সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা;

৭. আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমুহ হতে তহবিল ছাড় এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইউএনএফসিসি'র আওতায় একটি নিবন্ধিত দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;

৮. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের ব্যাপক ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

৯. ও ঝুঁকি সংক্রান্ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে সমন্বিত অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকা;

১০. প্যারিস চুক্তিতে অভিযোজন বাবদ তহবিল প্রদান, প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা এবং মূল্যায়নের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;

১১. জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী সহ নাগরিক সমাজের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সম্ভাব্য প্যারিস চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা;

১২. জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল গ্রহণে এক বা একাধিক জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) নির্ধারনে জিসিএফ সচিবালয় হতে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সক্ষমতা অর্জনে সুস্পষ্ট সময়াবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা;

১৩. জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির মোড-৪[১৯] এর আওতায় সার্বজনীন 'প্রাকৃতিক ব্যক্তি' (Natural Person) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পুনর্বাসন, কল্যাণ ও উন্নয়নে কানকুন চুক্তি ২০১০ এর আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন, এবং জিসিএফ ও অন্যান্য উৎস হতে অভিযোজন বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দে জোর দাবি জানানো।

(খ) জাতীয়

১৪. বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ অব্যাহত রাখা;

১৫. জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা।

---

[1] http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4700

[2] http://fpmu.gov.bd/agridrupal/sites/default/files/Final_Technical_Report_CF_10_Approved.pdf

[3] IPCC, 5th Assessment Report, Chapter-13, (Wheeler, 2011)

[4] http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

[5] http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=GHGts1990-2012

[6] ইউএনএফসিসিসি সনদের ৪.৩, ৪.৪ ও ৪.৭ অনুচ্ছেদে (''ক্ষতিগ্রস্ত দেশ/পক্ষগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার পূর্ব-সম্মত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে মেটানোর জন্য উন্নত দেশ (অ্যানেক্স-১) এবং অন্যান্য উন্নত পক্ষগুলোর দায়িত্ব হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা), যা কিয়োটো প্রটোকলের ১১.২ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে

[7] The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992, Art. 4.3), the Kyoto Protocol (1997, Art. 11.2), the Bali Action Plan (2007, Para 1e), and the Copenhagen Accord (2009, para 8) all call for developed countries to provide, "new and additional" climate change financing to developing countries. The term 'new' generally refers to the fact that the funds should represent an increase over past and existing climate-related funds. The term 'additional' refers to the idea that financial resources raised for one objective, such as climate change, should not substitute or divert funding from other important objectives, in particular economic and social development.

[8] Climatefundsupdate website (extracted on 5th October, 2015)

[9] ফ্রান্স প্রতি বছর ৫.৬ বিলিয়ন ডলার, যুক্তরাজ্য ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত ৮.৮ বিলিয়ন ডলার, জার্মানী কর্তৃক ২০২০ সাল নাগাদ ৪.৫ বিলিয়ন ডলার

[10] http://www.climatechangenews.com/2015/09/29/france-ups-climate-finance-pledge-to-e5bn-in-2020/

11 The climate "fiscal cliff", Oxfam, 25th November, 2012

12 http://pubs.iied.org/pdfs/16587IIED.pdf

[13] http://www.climatechangenews.com/2015/09/25/60bn-by-2016-rich-urged-to-ramp-up-climate-finance-flows/

[14] http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_nrdc_oci_under_the_rug_june15_2.pdf

[15] Hertel *et al*., 2010.

[16] TIB's analysis based on secondary information the Bangladesh Bureau of Statistics and CEGIS.

[17] বিসিসিটি হতে ২০১৫ এর ১৪ অক্টোবর সংগৃহীত

[18] দৈনিক সমকাল, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

[19] https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mouvement_persons_e/mouvement_persons_e.htm